মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

ব্র্যাক স্কুল অব বিজনেস : রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন

শনিবার, ১৫ জুন ২০১৯

কাগজ প্রতিবেদক : ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট গতানুগতিক, তাতে নতুন কিছু নেই। এবারের বাজেটে নির্ধারিত রাজস্ব আদায় দুঃসাধ্য। সেই সঙ্গে সক্ষমতায় ঘাটতি থাকায় বাজেট বাস্তবায়ন করাও কঠিন হবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

গতকাল শুক্রবার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আয়োজিত 'পোস্ট বাজেট ডায়ালগ ১৯-২০' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন ব্র্যাক বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক ড. আকবর আলী খান, ড. এ বি এম মির্জা আজিজুল ইসলাম ও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বাজেটবিষয়ক আলোচনায় আরো বক্তব্য রাখেন আইপিডিসি ফিন্যান্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মমিনুল ইসলাম।

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটকে আকারে স্বাভাবিক বলে উল্লেখ করে ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন খাতে সরকারের ব্যয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই বিবেচনায় এবারের বাজেট খুব বেশি নয়। বাজেটে প্রস্তাবিত রাজস্ব আহরণ সম্ভব নয় বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, রাজস্ব আহরণের মূল উপায় হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ট্যাক্স রেভিনিউ। বাজেটে রেভিনিউ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে এনবিআরকে আদায় করতে হবে ৩ লাখ ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বাজি ধরে বলতে পারি এটা অর্জন সম্ভব হবে না।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা আরো জানান, বাংলাদেশের ২২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। কোনো কোনো জেলায় এই হার ৪০-৫০ শতাংশ। দারিদ্র্যসীমার হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাজেটে কোনো আভাস দেয়া হয়নি।

ড. আকবর আলী খান বলেন, এই বাজেট দীর্ঘমেয়াদে দেশের কল্যাণ বয়ে আনবে কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রস্তাবিত বাজেটের বেশ কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা। দুর্বলতাগুলো হলো- ব্যাংক খাতের সংস্কার প্রসঙ্গে প্রস্তাব না রেখে সেগুলোকে কেবল বিবেচনায় রাখা, ব্যাংকিং খাত ও খেলাপি ঋণ সংস্কার বিষয়ে সরকারের সদিচ্ছার অভাব, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায়সঙ্গত মূল্য নিশ্চিতে ব্যর্থতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাজেটে তেমন কিছু না থাকা। ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাকে কল্পনা বলে মনে করছেন তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দীন আহমেদ মনে করেন, এই অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট গতানুগতিক। তাতে নতুন কিছু নেই। বাজেটে সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে চাওয়ার বিষয়টির সমালোচনা করেন তিনি। বাজেট বাস্তবায়নকে 'একিলিস হিল' এর সঙ্গে তুলনা করে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, বাংলাদেশে একবার কোনো পণ্যের দাম বাড়লে আর কখনোই তা কমে না। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ থমকে আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বেসরকারি বিনিযোগ না বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়বে না, এটা সোজা সরল কথা। যুবকদের ব্যবসার জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব ও সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর বাজেট বাড়ানোর প্রশংসা করেছেন এই অর্থনীতিবিদ।

আইপিডিসি ফিন্যান্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মমিনুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থসেবার মান নিশ্চিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন বা মানবসম্পদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। আশা করি, আগামী বাজেটগুলোতে এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা থাকবে।